দৈনিক ইত্তেফাক

54

তারিখ 20-NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

চট্টগ্রামে হরতাল ও ভার্সিটিতে অবিরাম বিক্ষোভের কর্মসূচী

চট্টগ্রাম অফিস।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটাপন্ন পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন দাবীতে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য চট্টগ্রামে বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস হরতাল এবং শনিবার হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটসহ ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে চাকসু ভিপি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন এই কর্মসূচীর ঘোষণা দেন। তাহাদের অন্যান্য

(১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামে হরতাল

(১ম পৃঃ পর)

কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট, সন্ধ্যায় মশাল মিছিল এবং রবিবার বিকালে নিউ মার্কেট চত্বরে শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশ। চাকসু ও ছাত্র ঐক্যের দাবী নিম্নরূপঃ "ফারুক হত্যার সহিত জড়িতদের গ্রেফতার, ৬৩ জন শো-কজপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীকে বহিষ্কার, ছাত্রঐক্য নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত 'মিথ্যা' মামলা প্রত্যাহার, গত সোমবার ভিসি'র বাসভবনে হামলা, ভিসি ও তাহার পরিবারের প্রতি গুলীবর্ষণকারী এবং ক্ষতিগ্রস্তকারী চিহ্নিত দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করা। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় যে, দীর্ঘদিন হইতে অবরুদ্ধ অবস্থায়, জামাত-শিবির চক্র তথাকথিত আন্দোলনের নামে হরতাল-ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কার্যতঃ অচল করিয়া রাখিয়াছে। ক্যাম্পাস হইতে প্রগতিশীল নেতা কর্মীদের তাড়াইয়া দিয়া হলগুলিকে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল ও অস্ত্রের আখড়া হিসাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এমনকি ভিসিকে স্বপরিবারে অবরুদ্ধ করিয়া প্রশাসনিক কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলে চরম দুঃসহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতেছে। অপরদিকে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা পুলিশের নাকের ডগায় মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। চাকসু ভিপি বলেন, গত আগষ্ট মাসে শিবির চক্র ভিসি'কে ১২ দিন বাসভবনে অবরুদ্ধ করিয়া অত্যাচার চালায়। তখন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড়াঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ভিসিকে বাসভবন ত্যাগের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের সহিত সন্ত্রাসীদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশের চিত্র ফুটে উঠে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, একদিকে সন্ত্রাসীদের ব্যাপক তাণ্ডবতা অপর দিকে সরকারের নির্লিপ্ততায় আজ সাধারণ ছাত্ররা শংকিত।

আওয়ামী লীগ

চট্টগ্রাম মহানগরী, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে ভিসি'র বাসভবনে শিবির কর্মীদের হামলার নিন্দা জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সরকার নিজেই অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। তাহারা বলেন দীর্ঘদিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়া আসিতে পারে।

ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ভিসির বাস ভবনে হামলার জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরের তীব্র নিন্দা করে। বিবৃতিতে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ভিসি'র বাস ভবনে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

সাধারণ শিক্ষক সমাজ

গতকাল বিকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক সমাজের এক প্রতিবাদ সভা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব (শহর) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর হুচ্ছোত আলী প্রামানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ভিসি'র বাসভবনে হামলার জন্য শিবিরকে দায়ী করিয়া ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় বলা হয়, প্রহরাধীন পুলিশের উপস্থিতিতে এই হামলা ঘটনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সন্ত্রাস সরকারের প্রশ্রয়পুষ্ট ও লালিত সন্ত্রাস। সভায় ভিসি'র বাসভবনে হামলা, ভাঙ্গচুর ও তাঁহার প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে আজ বুধবার প্রতীক কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় অপর এক সিদ্ধান্তে বলা হয়, আগামী ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে শিক্ষকগণ ঐদিন বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করিবে।

ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভিসির বাসভবনে হামলা, ভাঙ্গচুর, লুটতরাজ ও গুলী ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে এবং ভিসি'র অপসারণ ও ১৪ই আগষ্টের হামলা ঘটনার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে গতকাল মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও পরে শাহ জালাল হল থেকে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হামিদুর রহমান আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তারা ভিসি'র বাসভবনে হামলা ও স্বপরিবারে হত্যার হুমকি ঘটনাকে কল্পিত ও সাজানো বলিয়া উল্লেখ করে। সভায় বলা হয়, গত সোমবার (ঘটনার দিন) ভিসি পত্নী ও তনয় রীতিমত ফ্যাকাল্টিতে যায় এবং ক্লাশসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণশেষে সুষ্ঠুভাবে বাসায় ফিরিয়া যায়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করিয়া ফায়দা লুটার জন্য একটি মহল কল্পিত সন্ত্রাসে শিবিরকে অভিযুক্ত করিতেছে।।

ইসলামী ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদ্বয় পৃথক বিবৃতিতে গতকাল বিভিন্ন সংবাদপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে অনুরূপ বক্তব্য দিয়া বিবৃতি দেয়।